বেহাল রাস্তার হাল ফেরাতে উদ্যোগী হোক কেন্দ্র ও রাজ্য

জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে জুলাই মাসের চলতি সপ্তাহ পর্যন্ত কলকাতা সহ হাওড়া, হুগলি, দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং দুই বর্ধমানে প্রায় একটানা বৃষ্টি চলছে। এই বৃষ্টিপাত অবশ্যই দরকার। চাষবাস, শুষ্ক জলাধার বৃষ্টিতে পুষ্ট হয়েছে। অবশ্যই কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতিবৃষ্টি সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

টানা বৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, সল্টলেক, উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদিয়ার বিভিন্ন জাতীয় ও রাজ্য সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষত কলকাতা ও সল্টলেক এলাকায় অধিকাংশ রাস্তা ভেঙে চুরমার। ফলে এ সমস্ত রাস্তায় ঝুঁকির যাতায়াত চলছে। যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হচ্ছে।

কলকাতার বেহালা বিধাননগরের নিউটাউন, বিশ্ব বাংলা সরণি, ইএম বাইপাস সংলগ্ন মাঠপুকুর এলাকার রাস্তাঘাট ফুটিফাটা হয়ে গেছে। এসব অঞ্চলে বাস ও গাড়ি চলাচল ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এমনকী দমদম বিমানবন্দরগামী ভিআইপি রোডের বিস্তীর্ণ অংশ ভেঙে বিকট আকার ধারণ করেছে। এইসব রাস্তাগুলি মেরামতে কেন্দ্রের সড়কমন্ত্রক, রাজ্যের পূর্ত বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলিকে অবিলম্বে এগিয়ে আসা দরকার। তবে ঠিকাদাররা যাতে তাপ্পি মেরে দায়সারা গোছের কাজ না করেন তা দেখা প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। ভাঙাচোরা সব রাস্তা জরুরি ভিত্তিতে উপযুক্তভাবে মেরামত হোক, সাধারণ মানুষ এটাই চায়।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা বলিতেন, ''আমি ও আমার'' এইটি অজ্ঞান, ''তুমি ও তোমার'' এইটি জ্ঞান। একদিন শ্রীসুরেশ মিত্রের বাগানে মহোৎসবাদি হইতেছিল, রবিবার, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন ভক্তও আসিয়াছিলেন। ঠাকুর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য ভক্তদের বলিলেন,—''দেখ, 'আমি ও আমার' এইটির নাম অজ্ঞান। কালী বাড়ি রাসমণি করেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে ঈশ্বর করেছেন। ব্রাহ্মসমাজ অমুক করে গেছেন, এই কথাই লোকে বলে। একথা আর কেউ বলে না, ঈশ্বর ইচ্ছায় এটি হয়েছে, 'আমি করেছি' এটির নাম অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়, এ মন্দির আমার নয়, এ কালী বাড়ি আমার নয়, সমাজ আমার নয়, সব তোমারই জিনিস, এ স্ত্রী-পুত্র পরিবার এসব কিছুই আমার নয়, সব তোমারই জিনিস, জ্ঞানীর এসব কথা।''

''আমার জিনিস, আমার জিনিস ব'লে সেই সকল জিনিসকে ভালোবাসার নাম **মায়া**। সবাইকে ভালবাসার নাম **দয়া**। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোককে **ভালবাসা** এটি **দয়া** থেকেহয়, ভক্তি থেকে হয়। মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ এঁরা দয়া রেখেছিলেন।''

"Sectarianism, bigotry and its horrible descendant fanaticism have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to despair."
— Lllacture on Hinduism, (Chicago Parliament of Religions).

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র, কর্মযোগ ও স্বদেশহিতৈষণা

দিনপঞ্জিকা

১৪ শ্রাবণ, ভাং ৯ শ্রাবণ, **৩১ জুলাই**, ১৪ শাওন, সংবং ৩ শ্রাবণ বদি অধিক, ১৭ জেহ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১০, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৮। **মঙ্গলবার,** তৃতীয়া দিবা ঘ ৬।৭ মিঃ। শতভিষানক্ষত্র দিবা ঘ ৭।৪৭ মিঃ। শোভনযোগ দিবা ঘ ২।২ মিঃ। বৃষ্টিকরণ, দিবা ঘ ৬।৭ গতে ববকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৬।৪০ গতে বালবকরণ। **জন্মে**— কুম্ভরাশি শুদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ঘ ৭।৪৭ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ঘ ৩।৩ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ। **মৃতে**— একপাদদোষ, দিবা ঘ ৭।৪৭ গতে ত্রিপাদদোষ। **যোগিনী**— অগ্নিকোণে, দিবা ঘ ৬।৭ গতে নৈর্ঋতে। **বারবেলাদি** ঘ ৬।৪৮ গতে ৮।২৭ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।২ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।৩৯ গতে ৯।২ মধ্যে। **যাত্রা**— মধ্যম, উত্তরে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, দিবা ঘ ১।২৬।৭ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**— নাই। **বিবিধ**— চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৭।৫০ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৫।১৫ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৫১ মধ্যে ও ৯।৫ গতে ১১।১৯ মধ্যে ও ১১।৩৩ গতে ৩।২ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৪ শ্রাবণ, ভাং ৯ শ্রাবণ, **৩১ জুলাই**, ১৭ জিল্জ, ১৪ শাওন, উঃ ৫/০৮, অঃ ৬/১৬, মঙ্গলবার, তৃতীয়া প্রাতঃ ঘ ৬।০, সেহ্রী শেষ ৩/৪০, ইফ্তার ৬/২৩।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

অপুষ্টি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য পরিষেবার ভূমিকা

প্রেমা রামচন্দ্রন

শেষ পর্ব

জনস্বাস্থ্যের উপর আয়োডিনযুক্ত লবণের প্রভাব

গত শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে শারীরিকক অসুস্থতার (IDD) বিষয়টি দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বড়ো সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত ও। এই সমস্যাটির চরিত্র একটু আলাদা। জল, মাটি কিংবা খাবারদাবারে পর্যাপ্ত আয়োডিনের অভাব একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল বসবাসরত সব মানুষের শরীর স্বাস্থ্যের উপরই প্রভাব ফেলতে পারে। এখানে নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভূমিকা প্রাসঙ্গিক নয়। সন্তানসম্ভবা নারীদের শরীরে আয়োডিনের অভাব থেকে গর্ভপাত বা ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। তা না হলেও, ভূমিষ্ঠ শিশু শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে সমস্যায় ভুগতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে আয়োডিনের অভাব থাইরয়েডের সমস্যা ডেকে আনতে পারে। এসব রুখতে, সার্বিকভাবে লবণকে আয়োডিনযুক্ত করার উদ্যোগ বিশেষভাবে কার্যকর এক পন্থা। এবং তা ব্যয়বহুলও নয়।

আগে মনে করা হ'ত, আয়োডিনের অভাবজনিত শারীরিক সমস্যা বা IDD কেবলমাত্র দেশের হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেসব অঞ্চলে এই সমস্যা বেশি, সেখানে আয়োডিনযুক্ত লবণের জোগান বাড়াতে ১৯৬২ সালে হাতে নেওয়া হয় 'National Goitre Control Programme'। পরের দুই দশকে একাধিক গবেষণা ও সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব অঞ্চলে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার বেড়েছে, সেখানে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি বা মানসিক বিকাশ থমকে যাওয়ার প্রবণতা কম। ৬ থেকে ১২ বছরের শিশুদের মধ্যে থাইরয়েডের রোগের প্রকোপও কমের দিকে। আশির দশকে একাধিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতের সব রাজ্যেই IDD সমস্যাযুক্ত অঞ্চল রয়েছে। এরপর ১৯৯২ সালে চালু হয় জাতীয় আয়োডিন অভাবজনিত সমস্যা মোকাবিলা কর্মসূচি বা National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (NIDDCP)। এর লক্ষ্য ছিল দেশের প্রতিটি পরিবারে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার নিশ্চিত করা। কিন্তু পরের পনেরো বছরেও যথোপযুক্ত আয়োডিনসমৃদ্ধ লবণ ব্যবহৃত হয় এমন পরিবারের সংখ্যা ৫০ শতাংশের নিচেই রয়ে গেল। এর কারণ দেশের উপকূল এলাকায় IDD সমস্যা কম থাকা এবং সেজন্য ওইসব এলাকার বাসিন্দাদের আয়োডিনসমৃদ্ধ লবণের গুণাগুণ সম্পর্কে সমাক জ্ঞানের অভাব। এরা কম দামের আয়োডিনবিযুক্ত লবণের ব্যবহারেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। ২০০৭ সালে মানুষের ব্যবহার্য লবণ আয়োডিনযুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক বলে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমে আয়োডিনযুক্ত লবণের গুণাগুণ সম্পর্কে শুরু হয় জোরদার প্রচার। তা ফলপ্রসূ হয় বিশেষভাবে। NHS-4-এ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে দেশের ৯০ শতাংশ পরিবারেই আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার হচ্ছে বলে জানা যায়। লবণ আয়োডিনযুক্ত করার এই অভিযান দেশের মানুষের পুষ্টিবিধানের পাশাপাশি শিশুদের মানসিক বিকাশ কম হওয়া এবং IDD সম্পর্কিত শারীরিক সমস্যার মোকাবিলায় যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, তা অনস্বীকার্য।

প্রাপ্ত বয়স্কদের পুষ্টিবিধান এবং স্বাস্থ্যসম্পর্কিত দ্বৈত সমস্যা

গত তিন দশকে মানুষের জীবনযাত্রায় যন্ত্রের ভূমিকা অনেক বেড়েছে। পরিবহণ, পেশা, গৃহস্থালির কাজ, সবক্ষেত্রেই একথা খাটে। ফলে কমে গেছে শারীরিক পরিশ্রম। এক জায়গায় বসে থেকে কাজ করতেই এখন অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ অভ্যস্ত। খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। কিন্তু, তা শারীরিক শ্রম লাঘবের জন্য খাদ্যগ্রহণ যতটা কমে যাওয়া উচিত ততটা নয়। ফলে চড়চড়িয়ে বাড়ছে অতিপুষ্টি ও মেদবহুলতার সমস্যা। জাতীয় পুষ্টিবিধান নজরদারি সংস্থা বা 'National Nutrition Monitoring Bureau' (NNMB)-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, গত চার দশকে পুরুষ এবং নারী, উভয়ের ক্ষেত্রেই অতিপুষ্টির সমস্যা সবচেয়ে বেশি হারে বেড়ে যায় নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে ২০১৩ সাল, এই সময় পর্বের মধ্যে। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে এই সমস্যা তীব্রতর। NFHS-4 থেকে জানা যাচ্ছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিপুষ্টির সমস্যাও প্রবলতর হয়। মহিলাদের একটা বড়ো অংশ বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীন। NCD সম্পর্কেও সচেতনতার অভাব রয়েছে অনেকটাই স্থূলতা এবং মেদবহুলতার সমস্যা মোকাবিলায় পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে অতিপুষ্টি প্রতিরোধে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া জরুরি।

অনেকেরই ধারণা, মহিলাদের ক্ষেত্রে BMI-এর পরিবর্তন অনেক কম। কিন্তু, আসলে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের ক্ষেত্রে BMI বেড়েছে। অতিপুষ্টিজনিত কারণে BMI বেশি এমন মহিলার অনুপাত বৃদ্ধি ঘটেছে। যাদের BMI ১৮.৫-এর কম, তাদের আরও পুষ্টি প্রয়োজন। যাদের পুষ্টি স্বাভাবিক তাদের আরও স্থূল হয়ে ওঠা ঠেকানো দরকার। দরকার শারীরিক সচলতা। প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা হাঁটা বা শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন। গণমাধ্যমে এবিষয়ে প্রচার দরকার।

সারসংক্ষেপ

অপুষ্টি সংক্রমণ এবং প্রসূতি ও নবজাতকদের শারীরিক সমস্যার দ্রুত ও কার্যকর মোকাবিলা ভারতের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচির অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। এইসব সমস্যার বেশিরভাগই লক্ষণভিত্তিক এবং বহুল পরিচিত। অসুস্থ মানুষের জন্য চিকিৎসার সুব্যবস্থা হলে অপুষ্টি বা সংক্রমণের বিপদ আপনাআপনিই কমবে। কমে যাবে মৃত্যুর হার। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা তাই বলে।

বিগত দু'দশকে বরং অতিপুষ্টি এবং তার সঙ্গে জড়িত নানা ধরনের অসংক্রামক ব্যাধির সমস্যা মাথা চাড়া দিয়েছে। যেহেতু অতিপুষ্টির বিষয়টি প্রাত্যহিক জীবনযাপন সরাসরি প্রভাব ফেলে না, সেজন্যই হয়তো এদেশের বেশিরভাগ মানুষ বিষয়টি নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন নন। তারা বুঝতে পারেন না যে, মেদবহুলতা অসংক্রামক নানা রোগের (NCD) আগমনবার্তা বয়ে আনে। এইসব রোগের লক্ষণ প্রথম দিকে ধরা পড়ে না। পরে জটিলতা বাড়লে তবেই মানুষ চিকিৎসার কথা ভাবেন। অসংক্রামক ব্যাধি বা NCD-র সমস্যা কমাতে জীবনচর্যায় পরিবর্তন প্রয়োজন। আগামী বছরগুলিতে অপুষ্টি এবং অতিপুষ্টি দু'টি সমস্যার মোকাবিলাতেই দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রকে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে।

এক্ষেত্রে দেশের মানুষের পুষ্টিবিধান সংক্রান্ত চিত্রটির উপযুক্ত পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সাধারণভাবে, প্রতিটি মানুষের, বিশেষত শিশু, কিশোর-কিশোরী, অন্তঃস্বত্ত্বা, প্রসূতি এবং প্রবীণদের পুষ্টিবিধানের বিষয়টিতে নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্র এখনও এজন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত নয়। কিন্তু যথাসম্ভব আগে রোগ নির্ণয়, প্রয়োজনীয় পরামর্শ, অপুষ্টির মোকাবিলা, সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠার আগে অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা শুরু করা—এসবের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রাথমিকভাবে, কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

- মানুষজন যাতে তাদের বর্তমান জীবনচর্চায় স্বাভাবিক পুষ্টি বজায় রাখতে পারেন তা নিশ্চিত করা। তাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পর্যালোচনা।
- অপুষ্ট বা অতিপুষ্টদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া। তাদের খাদ্যাভাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শদান। শারীরিক সচলতা। প্রয়োজনে এদের কাছে পুষ্টিকর আহার পৌঁছে দেওয়া। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ।
- অসুস্থদের পুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা খুঁজে বের করা। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পুষ্টিবিধান। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ।

পুষ্টিবিদ এবং চিকিৎসকরা অপুষ্টি, অতিপুষ্টি এবং তার সঙ্গে যুক্ত রোগের মোকাবিলায় সবচেয়ে বড়ো চালিকাশক্তি। স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিবিধান সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতের মধ্যে সমন্বয় দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিবিধানের প্রশ্নে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পাদক সমীপেষু

সাবাস! রাহুলজি — আন্তরিক অভিনন্দন

লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের দিন (২০ জুলাই, ২০১৮) কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ভালো বক্তৃতা দিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে আলিঙ্গন করার পরে নিজের সিটে বসে রোমান্টিক হিরোর মতো 'চোখ মেরে' সবমাটি করেছেন—কেউ কেউ এমন আওয়াজ তুলেছেন। কারো কারো মতে, এভাবে রাহুল নিজেকে তুলে ধরার সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করলেন এবং মোদি যে অনেকক্ষণ তার মুণ্ডপাত করলেন, সে সুযোগ তিনিই মোদিকে দিলেন। এটা অবশ্যই ব্যক্তিগত অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। অনেকেই এরসঙ্গে একমত নন। মোদি তাঁর বক্তৃতার অনেকটা সময় রাহুলকে দিয়ে দেন, এটাই প্রমাণ করে রাহুল সফল। তবে মোদিজি 'চোখ মারা' নিয়ে নয়, আলিঙ্গন নিয়ে 'রি-অ্যাক্ট' করেছেন যেটা করেছেন স্পিকার সুমিত্রা মহাজনও। রাহুল যদি অপাঙ্‌ক্তেয় নিষ্কেপ না করতেন, তাহলে মোদিজি কি ফুল ছুঁড়তেন? জবাবি ভাষণে তাঁর পাল্টা আক্রমণ করা ছাড়া আর কি করণীয় ছিল? বরং বলা যায়, তিনি রাহুলের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছেড়ে অর্থাৎ শাঁস ফেলে খোসা নিয়ে অনেকক্ষণ চটকেছেন। আর লোকসভায় কজন তাঁর চোখটেপা দেখেছেন? মোদিজি প্রথম সারিতে ছিলেন, তিনি দেখেননি, দেখেননি স্পিকারও। রাহুলের সামনে-পিছনে এমনকী উল্টো দিকেও খাঁরা ছিলেন, তাঁরাও দেখেননি। তাহলে? টিভিতে আমাদের দেশের কতজন পার্লামেন্ট সেশন দেখেন? ওই সময়ে বা পরে? 'নিউজ' পাঠকরা কেউই ওটাকে 'নোটেবল' বলে মনে করেননি, তাই উল্লেখ করেননি। কেউ কেউ বলেছেন, চোখ মেরে রাহুল বোঝাতে চেয়েছেন— দেখ, কীরকম দিলাম। তা যদি রাহুল বোঝাতে চান, তাতে তো তাঁর আত্মবিশ্বাসেরই প্রকাশ ঘটেছে। ওই রকম মুখ চোখের ভঙ্গি করে রাহুল বরং মোদিজিকে বলতে চেয়েছেন— আমি আপনার চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি। আলিঙ্গনেই তো আপনি চমকে গেছেন, এবার আপনাকে অক্টোপাশে বাঁধব। আরও একটা জিনিস পরিষ্কার তার ভাবভঙ্গি থেকে, তা হল তিনি টেনশন্ মুক্ত। ওই রকম একটা জোরালো আক্রমণাত্মক ভাষণের পরও তিনি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে মোদিজিকে আলিঙ্গন করে তাঁকে হতচকিত করেছেন, তারপর যেন কিছুই ঘটেনি, এরকম ভাব দেখিয়েছেন, তাতে এটা পরিষ্কার— রাহুল উনিশের চ্যালেঞ্জ নিতে পুরোপুরি প্রস্তুত। তার প্রমাণ মোদিজির সমালোচনাকে পাত্তা না দিয়ে, প্রধানমন্ত্রী যে রাফায়েল চুক্তি নিয়ে অসত্য কথা বলেছেন, সেজন্য তাঁর বিরুদ্ধে অধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনার হুমকি দিয়েছেন রাহুল। সাবাস রাহুলজি— আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বাপ্‌কা বেটা নয়, দাদু কা নাতি, কারণ ফিরোজ গান্ধি একসময় পার্লামেন্ট ঝাঁপিয়েছেন।

সেখ হাসান ইমাম
আরামবাগ, হুগলি

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিককেরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

ব্রিটিশ বিরোধী গান্ধীবাদী আন্দোলনে বাঁকুড়া

ড: প্রসেনজিৎ সরকার

পর্ব ৩

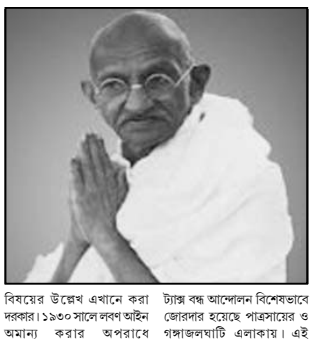

কমলকৃষ্ণ রায় ও সুশীল পালিতের কঠিন প্রচেষ্টায় সত্যাগ্রহীরা পথমধ্যে খাবার ও আশ্রয় পায়। আন্দোলন আরম্ভ হবার কয়েকদিনের মধ্যেই বাঁকুড়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গোবিন্দ প্রসাদ, বিপিনবিহারী দাস, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা গ্রেপ্তার হলে আন্দোলনের একা দায়িত্ব নেন সুশীল পালিত। সুশীলবাবুর প্রধান কাজ হল পায়ে হেঁটে জেলায় ঘুরে বেড়িয়ে কর্মীদের সংগঠিত করা ও আন্দোলন পরিচালনা করা। বলা যায়, এ কাজে তিনি সফল হন। তাঁর পরামর্শে পিকেটিং অর্ডিন্যান্স ভঙ্গ করে জেলার প্রায় ৮০০ কর্মী কারাবরণ করেন। জেলার বিভিন্ন স্থানে টাঙ্গ বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়। যেমন হদলনারায়ণপুর, ইন্দাস, পাত্রসায়ের, বেতুড়, শ্রীপুর, আকুই, ময়নাপুর প্রভৃতি স্থানে। এই আন্দোলনে সুশীল পালিতকে সহযোগিতা করেন সোনামুখীর রাধিকা ধর, বালসীর ডঃ ধনপতি পাল, প্রমথ নন্দী প্রমুখরা, শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুশীলচন্দ্রও ধরা পড়েন ও দু'বছরের জেল হয়।

গোপন সরকারী রিপোর্টে উল্লেখ আছে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাঁকুড়া জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন ও টাক্স বন্ধ আন্দোলন ব্যাপক আকার নিয়েছিল। এই সময় বাঁকুড়ায় প্রচুর মানুষ গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেস নেতা রাধাগোবিন্দ রায়ের নির্দেশে বিষ্ণুপুর, ইন্দাস, পাত্রসায়রে টাক্স বন্ধ আন্দোলন ব্যাপক আকার নেয়। এই টাক্স না দেবার জন্য সরকারী কর্মচারীগণ গ্রামবাসীদের নানাভাবে অত্যাচার ও হয়রান করেছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন আরও বেশ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে করা দরকার। ১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য করার অপরাধে অমরকাননের অভয় আশ্রমের অনেক কর্মী গ্রেপ্তার হন। আশ্রম ভেঙ্গে তছনছ করে দেওয়া হয়। কর্মীরা অবশ্য জেল থেকে ছাড়া পাবার পর নতুন উদ্যোগে আশ্রম পুনর্গঠনে হাত লাগান। এসময় বাংলার মুখ্যসচিবের কাছে বর্ধমান বিভাগীয় কমিশনার পত্র লিখে জানান, জেলার কর্মীদের ফৌজদারী মামলায় গ্রেপ্তার করা সত্বেও জেলার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। সাধারণ মানুষ পুরোমাত্রায় পিকেটিং-এ অংশ নিচ্ছেন এবং সরকারি কর্মচারীদের হেনস্থা করা হচ্ছে নানাভাবে। এ ঘটনা প্রমাণ দেয় আন্দোলনকারীরা কোনভাবেই সরকারি চাপের কাছে মাথা নত করতে রাজি ছিল না। স্থানীয় জনসাধারণ কোনভাবেই আর সরকারি কর্মচারীদের সাহায্য করতে রাজি ছিল না। জেলার মানুষের উপর নেতাদের সর্বাত্মক প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এমতাবস্থায় সরকার বাঁকুড়া জেলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। জুন মাসে সরকার জারি করে 'ভীতিপ্রদর্শন অর্ডিন্যান্স'। গোয়েন্দা রিপোর্টে প্রকাশ পায় টাক্স বন্ধ আন্দোলন বিশেষভাবে জোরদার হয়েছে পাত্রসায়ের ও গঙ্গাজলঘাটি এলাকায়। এই এলাকার মানুষ যথাক্রমে সতীশচন্দ্র সেন ও সুশীলচন্দ্র পালিতের নির্দেশে চালিত হচ্ছেন। সরকারি কর্মীরা কাজ ছাড়ছেন এবং তাদের হুমকি দিচ্ছেন গ্রামবাসী ও জমিদারেরা, পিকেটিং চলছে পুরোদমে। এমতাবস্থায় অর্ডিন্যান্স জারি হয়। পিকেটিং-এর অভিযোগে কয়েকজন গ্রেপ্তার হন। তাদের বাঁকুড়া নিয়ে আসার সময় সমবেত নরনারী পথের মধ্যে তাদের সম্বর্ধনা জানান। এইসব ঘটনা দেখে বাঁকুড়ার তৎকালীন জেলাশাসক বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের কাছে অনুরোধ জানান বেআইনি প্রোচনা অর্ডিন্যান্স জারি করবার জন্য, যাতে কর্মীরা এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে। তাঁর কাছে আরও খবর ছিল, বিষ্ণুপুরে কংগ্রেস চেষ্টা করছে চৌকিদারি কর বন্ধ করার ব্যাপারে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্তী কোতুলপুরের কথাও। এখানে বিভূতিভূষণ ঘটক গোপনে মুদ্রনের মাধ্যমে প্রচার পত্র ছাপাতেন বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্স বন্ধ করার ব্যাপারে এবং সেগুলিকে গোপনে বিলি করতেন। এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় ছিল, যদি প্রচারপত্র ছাপা বা বিলি হচ্ছে এবিষয়ে কোনও পুলিশকর্মী যদি খোঁজ খবর নিতে আসতো তাহলে চৌকিদারেরাই এখবর দেশকর্মীদের দিয়ে দিতেন। যাই হোক, এধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিষ্ণু পুরে এক বড় পুলিশ বাহিনীকে পাঠানো হয়। পাত্রসায়েরের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সরকার এভাবে কিছু সুফল পায় আন্দোলনকারীদের দমানোর ব্যাপারে। বেতুড় ও হদলনারায়ণপুরে চৌকিদারেরা পদত্যাগ করবার পর এখানে বড় বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। ইন্দাসের বামনিয়ায় ইউনিয়ন বোর্ডের ১১ জন চৌকিদার পদত্যাগ করেন। ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন করার দায়ে বন্ধ কর্মীকে কারাবরণ করতে হয় ও সরকারি অকথ্য নির্যাতন সইতে হয়। অন্যবার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়, এমনকি বসতবাড়ি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়। যারা এ আন্দোলনে অংশ নেবার দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইন্দাসের সৌরিন্দ্রনাথ মিত্র, সোনামুখীর রাধিকাপ্রসাদ ধর, বেতুড়ের বিমলাচরণ এবং উমাশঙ্কর পালিত, কোতুলপুরের ডঃ মন্মথনাথ মল্লিক, রাজগ্রামের নরেন্দ্রনথ বসু প্রমুখরা। আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন বাঁকুড়াতে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তও আসেন। উনি তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে বাঁকুড়ার নানা জায়গায় সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এইসব সভাতেও বক্তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল জন সাধারণকে কর না প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা। এই আন্দোলনে বাঁকুড়ার নারী সমাজের ভূমিকাও ছিল চোখে পড়ার মতো।

ক্রমশ